ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর দেশের ঔষধ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর জাতীয় ঔষধ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে অভিহিত। এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য মানসম্পন্ন, নিরাপদ ও কার্যকর ঔষধ উৎপাদন, আমদানি, বিক্রয়, বিতরণ এবং ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। ঔষধ প্রশাসনের অন্যতম কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ঔষধ উৎপাদন কারখানার নতুন প্রকল্প মূল্যায়ন, ঔষধ প্রস্তুতের জন্য উৎপাদন লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন, ঔষধের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য সনদ প্রদান, ঔষধ উৎপাদন কারখানা ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান (ডিপো) এবং ফার্মেসী পরিদর্শন, ঔষধের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানির লিষ্ট অনুমোদন, ইনডেন্ট অনুমোদন, আমদানীকৃত তৈরী ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামালের ছাড়পত্র প্রদান, ঔষধের বাজার মনিটরিং, ঔষধ আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ড্রাগ কোর্ট, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ও মোবাইল কোর্টে মামলা দায়ের, ঔষধ রপ্তানির জন্য লাইসেন্স, Certificate of Pharmaceutical Products(CPP)/Free Sale Certificate (FSC), GMP Certificate প্রদান, ঔষধের বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ, ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কোয়ালিফায়েড ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ড্রাগ এ্যাক্ট-১৯৪০, ড্রাগস (কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স-১৯৮২, ড্রাগ রুলস-১৯৪৫, বেঙ্গল ড্রাগ রুলস ১৯৪৬, ঔষধনীতি-২০০৫ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জিএমপি গাইড লাইন অনুসরণে উল্লেখিত সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে।

বিগত ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য বিষয়াদি নিম্নে প্রদান করা হলঃ

১। ***রাজস্ব আদায়ঃ*** বিগত ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৫ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ১৫ কোটি ৯৯ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার ননট্যাক্স রেভিনিউ (রাজস্ব) আদায় করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রায় চেয়ে প্রায় ৬.৫% বেশী।

২। ***মামলা দায়েরঃ*** ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় ঔষধ আইন ভঙ্গের কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। বিগত অর্থ বছরে সমগ্র বাংলাদেশে সর্বমোট ১৩৬ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় এবং ৪৭০টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধের দায়ে মামলা দায়ের করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতে মামলা দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বমোট ৩ কোটি ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮০০ শত টাকা জরিমানা এবং ১১১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে (সর্বোচ্চ ২ বৎসর সর্বনিম্ন ১০ দিন) কারাদন্ড প্রদান করা হয়। এছাড়া ড্রাগ কোর্টে (জজ কোর্ট) সর্বমোট ১২টি, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ১৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

৩। ***ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী (এনসিএল) সংস্কার/পুণর্গঠন ও আধুনিকায়নঃ*** সরকার ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ এর আওতাধীন ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরীকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অধীনে ন্যস্ত করেছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অধীনস্থ করার পর উক্ত ল্যাবরেটরীর উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। উক্ত ল্যাবরেটরীকে ইতোমধ্যে ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী (এনসিএল) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সরকার ও বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার টেকনিক্যাল সহায়তায় এনসিএল এর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি ও স্থাপন এবং ভবন সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৪। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিয়োগবিধিমালা ও সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনঃ

বিগত ২০১২-১৩ অর্থ বছরের ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিয়োগবিধিমালা-২০১২ অনুমোদিত হয়েছে এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) অনুমোদিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৬ সালে ঔষধ প্রশাসনের যাত্রা শুরু হলেও কর্মচারিদের কোন নিয়োগবিধিমালা ছিল না।

৫। ***ঔষধ রপ্তানিঃ*** উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের মধ্যে ঔষধ রপ্তানিও ঔষধ প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাংলাদেশ বর্তমানে নিজস্ব চাহিদার ৯৭ শতাংশ পূরণ করে ঔষধ রপ্তানিও করছে। বিগত অর্থ বছরে ইউরোপ, আমেরিকার মত রেগুলেটেড মার্কেটসহ বিশ্বের ৮৭টি দেশে ঔষধ রপ্তানি করেছে। বিগত ২০১২ সালে মোট ৫৫১২.২৪ মিলিয়ন টাকার ঔষধ বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে।

৬। ***পোষ্ট মার্কেটিং সার্ভিল্যান্স বৃদ্ধিঃ*** ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে জনবল সংকট বিদ্যমান থাকায় পূর্বে অনেক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। বিগত অর্থ বছরে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে ৩৭জন প্রথম শ্রেণির ও ৪ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করায় পোষ্ট মার্কেটিং সার্ভিল্যান্স বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নকল, ভেজাল ও মান-বহির্ভূত ঔষধের দৌরাত্ম অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

৭। ***জাতীয় ঔষধনীতি-২০০৫ যুগোপযোগীকরণঃ*** জাতীয় ঔষুধনীতি, ২০০৫ আরো গণমুখী ও যুগোপযোগী করার জন্য বর্তমান সরকার সংশ্লিষ্ট সেক্টরের প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক উক্ত কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত জাতীয় ঔষধনীতি-২০১২ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু গঠিত কমিটিতে বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস সোসাইটি (বিপিএস) এর প্রতিনিধিকে সভায় যোগদানের আহ্বান না জানানোয় তারা সংক্ষুব্ধ হয়ে হাইকোর্টে রীট পিটিশন দায়ের করে (রীট পিটিশন নং-৯০৭০ অব ২০১৩) ফলে প্রস্তাবিত জাতীয় ঔষধনীতি-২০১২ মন্ত্রি সভার অনুমোদন আপাততঃ স্থগিত রয়েছে।

৮। ***ঔষধ বিক্রয় লাইসেন্স প্রদানঃ*** জনবল বৃদ্ধি পাওয়ায় মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে লাইসেন্সবিহীন ঔষধের দোকান দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। বিগত অর্থ বছরে সমগ্র বাংলাদেশে সর্বমোট ৬৫৩০টি খুচরা ঔষধ বিক্রয় এবং ৩৪টি পাইকারী ঔষধ বিক্রয় লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

৯। ***ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট উন্নয়নঃ*** ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম লক্ষ্য। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে ঔষধ প্রশাসনের একটি ওয়েব সাইট আছে (www.dgda.gov.bd)। উক্ত ওয়েব সাইট ঔষধ সংক্রান্ত হালনাগাদ সার্বিক তথ্যাদি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আপ-গ্রেড করা হয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক-এর আওতায় আনা হয়েছে। ঔষধ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে ব্রডব্র্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশনসহ ঔষধ সংক্রান্ত তথ্যাদির ডাটাবেইস প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত ডাটাবেইস আরো সমৃদ্ধকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

১০। ***ঔষধ উৎপাদনের নিমিত্তে নতুন প্রকল্প অনুমোদনঃ*** বিগত ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক ঔষধ উৎপাদনের নিমিত্তে নতুন ৮টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। ফলে বিপুল পরিমান স্থানীয় বিনিয়োগ হবে বলে আশা করা যায়।

১১। ***ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রমঃ*** ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে বিগত ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে সর্বমোট ২০২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে (১ দিন হতে ২ মাস ব্যাপী) দেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ২৬৯টি এ্যালোপ্যাথিক, ২৬৬টি ইউনানী, ২০৪টি আয়ুর্বেদিক, ৭৯টি হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক এবং ২৭টি হার্বাল সর্বমোট ৮৪৫টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাদি (রেসিপি অনুমোদন, মোড়ক সামগ্রী অনুমোদন, রেজিস্ট্রেশন প্রদান, মূল্য নির্ধারণ, নমুনা বিশ্লেষণ ইত্যাদি) চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে সম্পাদন করছে। ১ লক্ষ ৫ হাজারের অধিক খুচরা ঔষধ বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান মনিটরিং করা হচ্ছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সার্বিক সহেযাগিতায় দেশে ২০১২ সালে ১২২৮৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার ঔষধ, এবং ২৮২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার ঔষধের কাঁচামাল স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে এবং ৬২০ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার উৎপাদিত জীবন রক্ষাকারী ঔষধ (ভ্যাকসিন, ইনসুলিন, হাইটেক প্রোডাক্টস ইত্যাদি)